দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 11 NOV 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৮

# শিক্ষকদের ক্যাডার নন-ক্যাডার দ্বন্দ্ব

এম এইচ রবিন ●

সরকারি কলেজের সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্যে নতুন কলেজ নির্মাণের চেয়ে বেসরকারি কলেজগুলোকে সরকারিকরণের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। এ ক্ষেত্রে সরকারিকৃত কলেজের বেসরকারি শিক্ষকদের চাকরি সরকারিকরণ নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে জটিলতা। আত্তীকৃত কলেজ শিক্ষকদের ক্যাডার বা নন-ক্যাডার মর্যাদা প্রদান নিয়ে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব নিরসনে শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন চাওয়া হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে।

জানা গেছে, জাতীয়করণ করা কলেজ-শিক্ষকদের নন-ক্যাডার মর্যাদা দেওয়ার অভিমত বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের সদস্যদের। অন্যদিকে ক্যাডারের মর্যাদা চাইছেন জাতীয়করণের জন্য অপেক্ষমাণ বেসরকারি কলেজের শিক্ষকরা। এ নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব চলছে দীর্ঘদিন ধরেই। শিক্ষা ক্যাডারের সংগঠন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি আত্তীকৃত কলেজ শিক্ষকদের ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত না করে পৃথক বিধির মধ্যে রাখার পক্ষে। শিক্ষামন্ত্রীর কাছেও সমিতির পক্ষ থেকে এ দাবি রাখা হয়েছে। দুপক্ষের পরস্পরবিরোধী দাবির মুখে কৌশলী অবস্থান নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

> প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন চাওয়া হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪; বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯; কমপজিশন অ্যান্ড ক্যাডার রুলস অব ১৯৮০, সিনিয়রিটি রুলস অব ১৯৮৩ অনুসরণীয় না হওয়ায় আত্তীকৃত কলেজ-শিক্ষকদের ক্যাডার মর্যাদা প্রশ্নবিদ্ধ। জাতীয়করণকৃত কলেজ-শিক্ষক ও অ-শিক্ষক কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা, ১৯৮১, এবং ১৯৯৮ বিধিতে কোথাও 'ক্যাডার' উল্লেখ না থাকলেও ২০০০ সালের বিধিমালায় যুক্ত হয় শব্দটি (বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস)। তবে আত্তীকরণ শিক্ষকরা কীভাবে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস কমিশনকে পাশ কাটিয়ে ক্যাডার মর্যাদা পাবেন– এ বিষয়ের সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। ফলে জাতীয়করণ করা কলেজের শিক্ষকদের আত্তীকরণ করে 'ক্যাডার' মর্যাদায় অন্তর্ভুক্তি ও জ্যেষ্ঠতা নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে জটিলতা।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের একটি সূত্র জানিয়েছে, আত্তীকৃত কলেজ শিক্ষকদের ক্যাডার নন-ক্যাডার মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে উদ্ভূত দ্বন্দ্ব নিরসনে প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন চায় মন্ত্রণালয়।

জাতীয়করণকৃত কলেজ শিক্ষক-কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা ২০০০ অনুযায়ী, জাতীয়করণের আগে কোনো শিক্ষক চার বছরের কম চাকরি করলে ওই চাকরিকাল গণ্য করা হবে না। চার বছর বা এর বেশি সময় চাকরি করলে মোট চাকরিকালের অর্ধেক সময় ধর্তব্য। আর কোনো শিক্ষকের সরকারি হিসাবে নিয়মিতকরণের আদেশ প্রদানের তারিখ থেকে তার ক্যাডারের প্রভাষক পদে জ্যেষ্ঠতা গণনা করা হবে এবং তিনি ক্যাডারের প্রভাষক পদে নিয়োগকৃত সর্বশেষ কর্মকর্তার নিচে অবস্থান করবেন।

জাতীয়করণের অপেক্ষায় কলেজ শিক্ষকদের মুখপাত্র মোহাম্মদ আজহার উদ্দিন বলেন, সরকারিকরণের গেজেটের অপেক্ষায় রয়েছি। অতীতে জাতীয়করণকৃত কলেজ-শিক্ষকদের যেভাবে ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, এ ক্ষেত্রে একই নিয়ম হতে হবে। একই সঙ্গে যেদিন থেকে তারা চাকরি শুরু করেছিল, সেদিন থেকেই জ্যেষ্ঠতাও গণনা করতে হবে। এদিকে শিক্ষা ক্যাডারের সর্বোচ্চ পদ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা এরপর পৃষ্ঠা ৯ কলাম ২

## শিক্ষকদের ক্যাডার নন-ক্যাডার দ্বন্দ্ব

(৩ এর পৃষ্ঠার পর) অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক এসএম ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, বিধিমালায় কোথাও বলা নেই, জাতীয়করণকৃত কলেজের শিক্ষকদের ক্যাডার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তবুও কিছুসংখ্যক শিক্ষক ক্যাডার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ভবিষ্যতে কোন পন্থায় হবে– তা সরকার নির্ধারণ করবে।

আরেকজন বেসরকারি শিক্ষক জানান, তাদের ছাত্ররা অনেকেই বিসিএস দিয়ে চাকরি করছেন। ২০ থেকে ৩০ বছর চাকরি করার পর ওই ছাত্রদের অধীনে চাকরি করতে হবে আত্তীকৃত শিক্ষকদের। যা শিক্ষকদের জন্য অসম্মানজনক।

তবে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহেদুল খবীর জানান, সরকার কলেজ জাতীয়করণ করবে, শিক্ষকদের চাকরিও জাতীয়করণ করবে– এতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। সরকারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতাও করছি না। আমাদের অভিমত হচ্ছে, দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বা সংস্থায় যেভাবে নন-ক্যাডার দিয়ে পদ সৃজন হয়ে আসছে, সে রকম কিছু হোক। আত্তীকরণে ক্যাডার মর্যাদা দিলে যারা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের পুরো প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এসেছে, তাদের প্রতি এক ধরনের হেয় প্রতিপন্ন করা হবে।

তিনি বলেন, বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের বিধি অনুযায়ী, বেসরকারি কলেজ আত্তীকরণের মাধ্যমে সরকারি হওয়া কলেজের শিক্ষকদের ক্যাডার হিসেবে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ নেই। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এশটাবলিশমেন্ট ম্যানুয়েলে নিয়োগবিধি, নিয়োগ, বদলি, প্রেষণ, প্রশিক্ষণ, জ্যেষ্ঠতা ইত্যাদি সুস্পষ্ট করে দেওয়া আছে। প্রয়োজনে পৃথক বিধিমালার আলোকে আত্তীকৃত শিক্ষকদের পদোন্নতি বদলিসহ সব কিছু হবে।

অভিযোগ রয়েছে, এতদিন এমপিওভুক্ত ও বেসরকারি কলেজের নিয়োগ প্রক্রিয়া যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ ছিল। বেশিরভাগ শিক্ষক টাকার বিনিময়ে নিয়োগ পেয়েছেন। অদক্ষরাও টাকা দিয়ে সহজেই নিয়োগ পেয়ে গেছেন। অপরদিকে চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বিসিএস ক্যাডার হিসেবে নিয়োগ পায় প্রার্থীরা। প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা, লিখিত পরীক্ষা, মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা, স্বাস্থ্যগত পরীক্ষা, ও নিরাপত্তাগত দিক যাচাই করে যোগ্য বিবেচিত হলেই কেবল একজন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করে পিএসসি। এ ছাড়া আগে সাধারণত বেছে বেছে দেশের ভালো কলেজগুলো সরকারি করা হতো। কিন্তু এবার একযোগে বিপুলসংখ্যক কলেজ সরকারিকরণের উদ্যোগে অনেক অযোগ্য কলেজও তালিকাভুক্ত হয়েছে। যা নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ-সমাবেশ করেছেন স্থানীয়রা।

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আই কে সেলিম উল্লাহ খোন্দকার বলেন, জাতীয়করণ হওয়া বিপুলসংখ্যক শিক্ষককে আমাদের সঙ্গে মেলালে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে। ঝামেলা সৃষ্টি হবে পদোন্নতি ও বদলির ক্ষেত্রেও। আমাদের অভিমত হচ্ছে, আত্তীকরণ বিধিমালা ২০০০ সংশোধন এবং জাতীয়করণ হওয়া শিক্ষকদের নন-ক্যাডার অন্তর্ভুক্ত করার। প্রসঙ্গত, যেসব উপজেলায় সরকারি কলেজ নেই, এমন সব উপজেলায় একটি করে কলেজ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণের নীতিগত সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বেই নিয়েছে সরকার। এর ধারাবাহিকতায় ২৮৩টি কলেজ জাতীয়করণের তালিকাভুক্ত হয়, যার মধ্যে ৩৯টির জাতীয়করণ সম্পন্ন হয়েছে। যাচাই-বাছাই চলছে আরও ৯৩টি কলেজের।